অন্তরের আমল

প্রথম খণ্ড

বই	অন্তরের আমল প্রথম খণ্ড
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
সম্পাদনা	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

অন্তরের আমল

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

অন্তরের আমল

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
শাবান ১৪৪০ হিজরি / এপ্রিল ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৫৪০ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রাণপ্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম ও প্রিয়জনদের ওপর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের স্রষ্টা। আসমান-জমিন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি আমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে—যেন আমরা তাঁর ইবাদত করি। ইবাদত যেন একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য হয়। অন্য কাউকে যেন তাঁর ইবাদতে শরিক না করি। সৃষ্টির পেছনে তাঁর এ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জিন ও মানব সৃষ্টি করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে।'[১]

ইবাদতের স্বরূপ বর্ণনা

ইবাদতের একটি উত্তম সংজ্ঞা প্রদান করেছেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.। ইবাদতের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

'যে সকল বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ কথা ও আমল আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তাতে সন্তুষ্ট হন, ইবাদত শব্দটি প্রত্যেক এমন কথা ও আমলকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন : সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ, সত্য কথা বলা, আমানত আদায় করা, মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা, ওয়াদা রক্ষা করা, সৎ কাজে আদেশ করা, অসৎ কাজে নিষেধ করা, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, মানুষদের মধ্য থেকে প্রতিবেশী, এতিম-মিসকিন, মুসাফির ও গোলামদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া করা, দুআ করা, জিকির করা, কুরআন

১. সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৬

তিলাওয়াত করা ইত্যাকার (বাহ্যিক) আমলসমূহ। তেমনিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর প্রতি অভিনিবেশ করা, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইখলাস অবলম্বন করা, তাঁর হুকুমের ওপর ধৈর্যধারণ করা, তাঁর নিয়ামতের শোকর আদায় করা, তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করা, তাঁর রহমতের আশা করা, তাঁর আজাবের প্রতি ভয় করা-সহ ইত্যাকার (অভ্যন্তরীণ) আমলসমূহও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এ ইবাদতই আল্লাহর সে পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিময় উদ্দেশ্য, যার জন্য তিনি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানব সৃষ্টি করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে।"[২]

এ ইবাদত শেখা ও প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি সকল নবি ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। যেমন নুহ আ. তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন :

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

"হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।"[৩]

হুদ আ., সালিহ আ., শুআইব আ.-সহ সকল নবিই তাঁর কওমকে ইবাদত শিক্ষা দিয়েছেন, ইবাদত করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

"আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হিদায়াত

২. সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৬
৩. সুরা আল-আরাফ : ৫৯

দান করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল।"[৪],[৫]

ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর এ স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট হলো যে, ইবাদত দুপ্রকার :

০১. প্রকাশ্য কথা ও আমল। যেগুলোকে ইবাদতে বাদানিয়্যা বা বাহ্যিক ইবাদত বলা হয়।

০২. অপ্রকাশ্য কথা ও আমল। যেগুলোকে ইবাদতে কলবিয়্যা বা অভ্যন্তরীণ ইবাদত বলা হয়।

প্রত্যেক ইবাদতেরই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দুটি দিক রয়েছে। প্রকাশ্য দিকটি হলো, মুখের কথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। অপ্রকাশ্য দিকটি হলো, অন্তরের কথা ও আমল। দুটিই কিন্তু মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে আদেশকৃত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দুই আমলই সাওয়াবের মাধ্যম। দুটির যেকোনো একটিতে কমতি করা হলে তা মূল ইবাদতের মধ্যে কমতি বলে গণ্য হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

'অন্তরের আমল ব্যতীত প্রকাশ্য আমল শুদ্ধ ও গ্রহণীয় হয় না।'[৬]

যেমন ধরুন, সালাতের বাহ্যিক আমলসমূহ হলো, সালাতের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতসমূহ। কিন্তু এ পর্যন্তই সালাতের ইবাদত শেষ নয়। এখনও যে অপ্রকাশ্য দিকটি বাকি! সালাতের সে অপ্রকাশ্য দিক তথা অন্তরের আমলসমূহ হলো, খুশু-খুজু, বিনয়-নম্রতা, ইখলাস ইত্যাদি। কেবল বাহ্যিকভাবে আমলসমূহ ঠিক রাখা হলেই ইবাদত কবুল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় আমলকে সঠিক ও শুদ্ধ করা হচ্ছে, ততক্ষণ এ ইবাদতের কোনো মূল্য নেই।

---

৪. সুরা আন-নাহল : ৩৬

৫. মাজমূউল ফাতাওয়া : ১০/১৪৯

৬. মাজমূউল ফাতাওয়া : ১১/৩৮১

অন্তরের আমল কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

অন্তরের আমল ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, তাই অন্তরের আমলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে—অনেক মুসলিম মনে করে থাকেন, 'অন্তরের আমলসমূহ নফল বা মুসতাহাব আমলের মতো অতিরিক্ত একটি বিষয়। যদি কেউ এগুলো সঠিকভাবে পালন করে, তবে তার জন্য সাওয়াব আছে। কিন্তু কেউ যদি তাতে কমতি করে, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।' এ কেবল আশ্চর্যের বিষয়ই নয়; বরং এ যে ভীষণ ভয়ংকর চিন্তাধারা! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

ইবনে কাইয়িম রহ. অন্তরের আমলের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বলেন :

'আল্লাহর অনেক বান্দা এমন আছেন, যারা না জেনে বহু ওয়াজিব আমল পরিত্যাগ করে থাকেন। অনেক সময় তারা আমলটি উত্তম বলে ধারণা রাখেন। তারা মনে করেন আমলটি ভালো; কিন্তু এ আমল যে কেবল ভালোই নয়, বরং এ আমল করা ওয়াজিব—তার ইলম তাদের থাকে না। ফলে উক্ত আমল সম্পর্কে তাদের ইলমের কমতির কারণে তা থেকে তারা বিরত থাকেন। অন্যদিকে অনেকে তো এমনও আছেন, যারা এ সকল আমলের মর্মার্থ জানেন, এ সকল আমল যে ওয়াজিব—এ সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন, কিন্তু অলসতা-অবহেলার দরুন বা বাতিল ধ্যান-ধারণা পোষণ অথবা কারও অন্ধ অনুকরণ কিংবা নিজে সে আমলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আমলে রত আছেন ভেবে এ গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব আমলকে পরিত্যাগ করেন।'[৭]

অন্তরের আমলের গুরুত্ব বোঝার সুবিধার্থে এখানে বিশেষ কিছু গুরুত্ববহ দিক তুলে ধরছি—

০১. বাহ্যিক আমল যেমন ফরজ হয়ে থাকে, তেমনই অন্তরের আমলও ফরজ হয়ে থাকে; বরং অন্তরের আমলের ফরজিয়্যাত বা আবশ্যকতা বাহ্যিক আমল থেকেও বেশি হয়ে থাকে।

৭. ইগাসাতুল লাহফান : ২/৯২৪

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. অন্তরের আমল সম্পর্কে বলেন :

'অন্তরের আমল দ্বীনের মূলনীতি, দ্বীনের মৌলভিত্তি। অন্তরের আমলের উদাহরণ হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসা, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাস অবলম্বন করা, তাঁর শোকর আদায় করা, তাঁর হুকুমের ওপর সবর করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর রহমতের আশা করা ইত্যাদি। এ সকল আমল সকল সৃষ্টির ওপর সকল আইম্মায়ে দ্বীনের ঐকমত্যে ফরজ।'[৮]

ইবনে কাইয়িম রহ. বলেন :

'অন্তরের আমলের আবশ্যকতা বাহ্যিক আমল থেকে অধিক গুরুত্ববহ। কিন্তু অনেকের নিকট অন্তরের আমলসমূহ ওয়াজিব আমলের মধ্যেই গণ্য নয়! তারা মনে করে, অন্তরের আমল ফজিলতপূর্ণ ও মুসতাহাব একটি বিষয়। আপনি তাদের দেখবেন, তারা বাহ্যিক কোনো ওয়াজিব আমল ছুটে গেলে সমস্যা মনে করে। কিন্তু তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব সজ্ঞানে পরিত্যাগ করে! তারা ছোট কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হওয়াকে তো খারাপ মনে করে, কিন্তু অন্তঃকরণে এর চেয়ে জঘন্য ও ভয়ংকর কোনো হারাম ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত হওয়াকে সমস্যা-ই মনে করে না!'[৯]

০২. বাহ্যিক আমলে যেমন সাওয়াব রয়েছে, তেমনই অন্তরের আমল সঠিকভাবে আদায় করার মাধ্যমেও অনেক সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। আর অন্তরের আমলের মাঝে কমতি করা দুনিয়া-আখিরাত—উভয় জাহানে শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার কারণ।

অন্তরের আমল যথাযথভাবে করলে ইবাদত কবুল হয়। দুআয় সাড়া পাওয়া যায়। মনে শান্তি ও প্রফুল্লতা আসে। সত্যের ওপর থাকার তাওফিক হয়। পক্ষান্তরে অন্তরের আমলে ঘাটতি হলে যে শাস্তি আসে, সে শাস্তি কখনো উপলব্ধি করা যায় আর কখনো তা উপলব্ধির বাইরে থাকে। উপলব্ধির বাইরে থাকে এমন শাস্তি যেমন—সে ব্যক্তির ইবাদত কবুল হয় না অথবা

৮. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/৫-৬
৯. ইগাসাতুল লাহফান : ২/১৮০

সে ইবাদত করার তাওফিকপ্রাপ্ত হয় না; তার অন্তরে সংকীর্ণতা এসে যায় ইত্যাদি।

অন্তরের আমলের ঘাটতিতে দুনিয়াবি যে শাস্তি হয়, সে সম্পর্কে ইবনে জাওজি রহ. বলেন :

'অনেক সময় পাপী ব্যক্তি নিজেকে ও নিজের সম্পদের বাহ্যিক নিরাপত্তা দেখে ধারণা করে যে, সে তার পাপের কারণে শাস্তি পায়নি। কিন্তু সে টেরও পায় না যে, ইতিমধ্যে সে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। জ্ঞানীরা বলেন, 'পাপের পরে পাপ করা আগের পাপের শাস্তি। নেকের পরে নেক আমল করা আগের নেক আমলের পুরস্কার। পাপের কারণে আপতিত দুনিয়াবি শাস্তি উহ্যও হয়ে থাকে, ফলে তা বোঝা দুষ্কর হয়ে যায়। যেমন বনি ইসরাইলের এক আলিম বলল, 'হে রব, আমি কত গুনাহ করলাম, অথচ আপনি আমাকে একটুও শাস্তি দিলেন না?' তাকে বলা হলো, 'তুমি যে কত শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছ, তা তুমি নিজেই জানো না। আমি কি তোমাকে আমার সাথে একান্ত আলাপন থেকে বঞ্চিত করিনি?'[১০]

আর আখিরাতের শাস্তি সম্পর্কে কুরআনে কারিমে এসেছে :

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ - وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

'তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয় যে, কবরে যা আছে তা কখন উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?'[১১]

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

'যেদিন গোপন বিষয়াদি যাচাই করা হবে।'[১২]

১০. সাইদুল খাতির : ৮৪
১১. সুরা আল-আদিয়াত : ৯-১০
১২. সুরা আত-তারিক : ০৯

০১. অন্তরের ইবাদতই হলো মূল। বাহ্যিক ইবাদত তার অনুগামী ও সম্পূরক। কেননা, বাহ্যিক ইবাদতের জীবন হলো অন্তরের ইবাদত।

ইবনে কাইয়িম রহ. নিয়ত ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অন্তরের আমলের তাৎপর্য এভাবে বর্ণনা করেন :

'এটিই মূল। এটিই আসল উদ্দেশ্য। আর বাহ্যিক আমল এর অনুগামী ও সম্পূরক মাত্র। কেননা, নিয়ত (অন্তরের আমল) হলো আত্মার স্থানে। আর বাহ্যিক আমল হলো দেহ বা শরীরে। আত্মা যখন শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন শরীরের মৃত্যু ঘটে। তেমনই যখন আমলের সাথে নিয়তের শুদ্ধতা থাকবে না, তখন সে আমল কেবল তামাশা হয়ে রয়ে যাবে। তাই বাহ্যিক আমলের হুকুম-আহকাম জানার চেয়ে অন্তরের আমলের হুকুম-আহকাম জানা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, অন্তরের আমলই তো মূল। আর বাহ্যিক আমল এর শাখা মাত্র।'[১৩]

০২. অন্তরের আমল পরিচ্ছন্ন ও উন্নত হওয়ার কারণে বান্দা আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

'তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান, যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।'[১৪]

আল্লাহ বলছেন, অধিক তাকওয়ার অধিকারী-ই অধিক মর্যাদাবান। আর তাকওয়ার মূল কথা হচ্ছে, এটি অন্তরের আমল। অন্তরই এর উৎস। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : التَّقْوَى هَاهُنَا 'তাকওয়া এখানে' এ বলে তিনি তিনবার স্বীয় বুকের দিকে ইশারা করেন।[১৫]

১৩. বাদাইউস সানায়ি : ৩/১১৪০
১৪. সুরা আল-হুজুরাত : ১৩
১৫. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪

সাহাবিগণ কীসের ভিত্তিতে উত্তম? এ প্রশ্নের জবাব ইবনে মাসউদ রা. এভাবে দিচ্ছেন :

'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথিগণ হচ্ছেন এ উম্মাহর সেরা। অন্তরের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন উম্মাহর মাঝে শ্রেষ্ঠ।'[১৬]

আবু বকর আল-মুজনি রহ. বলেন :

'আবু বকর রা. সাহাবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্ব সালাত বা সাওমের কারণে নয়; বরং এ শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে বিদ্যমান বিষয়ের কারণে।'[১৭]

উমর বিন খাত্তাব রা.-এর কথাটা ভেবে দেখুন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির মাঝে ইসলাম গ্রহণে সর্বশেষ ব্যক্তি। তিনি নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও তিনি আবু বকর রা. বাদে অন্য সকল সাহাবির মাঝে শ্রেষ্ঠ। কী কারণে? এ প্রশ্নের জবাবে শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন :

'কারণ উমর রা. ছিলেন ইমান, ইখলাস, সত্যবাদিতা, জ্ঞান, দূরদর্শিতা, আলোকময়তার দিক থেকে অধিক পূর্ণ। তিনি ছিলেন প্রবৃত্তি থেকে অধিক সংযমশীল, তিনি ছিলেন দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অধিক হিম্মতের অধিকারী। অন্তরের এ বিষয়গুলোই তাঁকে মুসলিম উম্মাহর মাঝে দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিয়েছে, আবু বকর রা.-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ করে দিয়েছে।'[১৮]

০১. অন্তরের আমল উত্তমভাবে পালন করলে বাহ্যিক আমলও উন্নত হয়ে থাকে। অন্তরের আমলে ঘাটতির কারণে বাহ্যিক আমলও অনুন্নত হয়ে পড়ে।

দুজন ব্যক্তি একইসাথে একইরকম নামাজ আদায় করল। কিন্তু নামাজের সময় তাদের উভয়ের অন্তরের অবস্থা ছিল ভিন্ন। একজনের অন্তরের আমল ছিল শুদ্ধ, আরেকজনের অশুদ্ধ। ফলে তাদের উভয়ে একই স্থানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলেও দুজনের আমলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়ে গেছে।

১৬. শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়া : ৫৪৬
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/৩০৪

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

'অন্তরে বিদ্যমান ইমান ও ইখলাসের ওপরই নির্ভর করে আমলের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই দুজন ব্যক্তি নামাজের একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলেও তাদের নামাজে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হয়ে থাকে।'[১৯]

০২. অন্তরের তুলনা চলে রাজার সাথে। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হলো তার সৈন্য। অন্তর শুদ্ধ থাকলে নেক আমল করার মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও শুদ্ধতার পথে থাকে। যদি অন্তর কলুষিত হয়ে যায়, তবে বদ আমল করার মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও কলুষিত হয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'জেনে রেখো, দেহের মাঝে এমন একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যখন তা ঠিক হয়ে যায়, তখন সারা দেহ ঠিক থাকে। আর যখন তা কলুষিত থাকে, তখন সারা দেহ কলুষিত হয়ে যায়। আর সেটা হলো অন্তর।'[২০]

০৩. অন্তরের আমল সঠিকরূপে পালন করা সত্য পথের হিদায়াত লাভের মাধ্যম। ফিতনা, সন্দেহ ও তিরস্কারের যুগে শুদ্ধ অন্তরই কেবল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।

০৪. অন্তরের আমল সঠিকভাবে পালন করা বিপদ ও পরীক্ষার সময় দ্বীনের ওপর অটল থাকার মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

'আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় করেন— পার্থিব জীবনে ও পরকালে।'[২১]

---

১৯. মিনহাজুস সুন্নাহ : ৬/২২১-২২২
২০. সহিহুল বুখারি : ৫২, সহিহ মুসলিম : ১৫৯৯
২১. সুরা ইবরাহিম : ২৭

শাইখ আব্দুর রহমান আস-সাদি রহ. বলেন :

'আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের (যারা অন্তরে পূর্ণ ইমান প্রতিস্থাপন করেছেন; যে ইমান তাদের প্রকাশ্য আমল আবশ্যক করেছে এবং সুফল বয়ে এনেছে) দুনিয়ার জীবনে দৃঢ় করবেন। যখন সন্দেহ-সংশয়ের ঘনকালো অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তাদেরকে হিদায়াত দিয়ে বিশ্বাসের ওপর অটল রাখবেন। যখন প্রবৃত্তির মায়াজাল তাদের ঝাপটে ধরতে চাইবে, তখন তাদেরকে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করবেন। নফসের চাহিদা ও অভিলাষের ওপর আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়বস্তুকে অগ্রাধিকার দেওয়ার তাওফিক দানের মাধ্যমে তাদের সুদৃঢ় রাখবেন। আর আখিরাতে তাদের দৃঢ় রাখবেন মৃত্যুর সময় দ্বীন ইসলামের ওপর দৃঢ় রেখে, উত্তম জীবনসমাপ্তি প্রদানের মাধ্যমে, কবরে দুই ফেরেশতার প্রশ্নের সময়—যখন তারা মৃত ব্যক্তিকে বলবে, "তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবি কে?"—আল্লাহ তাকে সঠিক জবাবের তাওফিক দেবেন। তখন সে মুমিন বলতে পারবে, "আল্লাহ আমার রব। ইসলাম আমার দ্বীন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নবি।"'

০৫. যদি অন্তরের আমলসমূহ সঠিকরূপে পালন করা হয়, তবে তা বিজয় এনে দেবে মুসলিমদের ঘরে। অন্তরের আমলসমূহ যথাযথভাবে পালন করলে আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন। সবর ও তাকওয়া অন্তরের আমলসমূহের মাঝে অন্যতম। বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর এ দুটির অনেক প্রভাব রয়েছে। এ দুটির বদৌলতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় অবতারিত হয়। মুসলিমগণ বিজয়ী হন।

আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আ. সম্পর্কে বলেন :

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ

'নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ এমন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। তারা বলল,

"আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম।"[২২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

'যদি তোমাদের কল্যাণ হয়, তবে তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদের অকল্যাণ হয়, তাতে তারা আনন্দিত হয়। যদি তোমরা সবর করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় তারা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন।'[২৩]

বিশেষ সতর্কবার্তা :

অন্তরের আমলের একটি উপকারিতা হলো, এর মাধ্যমে তাজকিয়াতুল কলব বা অন্তরের পরিশুদ্ধি ঘটে। অন্তর বা আত্মার এ পরিশুদ্ধি কোন পথে হবে, সে ব্যাপারে ইবনে কাইয়িম রহ. বলেন :

'শরীরের চিকিৎসার চেয়ে অন্তরাত্মার চিকিৎসা অধিক কঠিন। যে ব্যক্তি রাসুলদের আনীত পন্থা অনুসরণ না করে নিজস্ব মুজাহাদার মাধ্যমে তাজকিয়ার চেষ্টা করে, তবে সে তো এমন রোগীর মতো—যে রোগী না-জেনে নিজের চিকিৎসা করে নিজেকে মৃত্যুমুখে পতিত করে। কোথায় ডাক্তারের শিক্ষা আর কোথায় সে মূর্খ রোগীর অনুমান? রাসুলগণ হলেন অন্তরের ডাক্তার। অন্তরাত্মার তাজকিয়া ও শুদ্ধতা কেবল তাদের দেখানো নির্দেশনা ও আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণের মাধ্যমেই হতে পারে। আর আল্লাহ-ই সহায়।'[২৪]

---

২২. সুরা ইউসুফ : ৯০-৯১

২৩. সুরা আলি ইমরান : ১২০

২৪. আদ-দা' : ১৮৬, মাদারিজুস সালিকিন : ২/২০০

আমাদের সবার অন্তরেরই চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। অন্তরের চিকিৎসা ও এর সুস্থতা-পরিশুদ্ধতার জন্য আমাদের জানতে হবে অন্তরের আমলসমূহের স্বরূপ। জানতে হবে এগুলোর সুফল। শিখতে হবে অন্তরের আমলসমূহ সঠিকরূপে অর্জনের উপায়।

অন্তরের আমল নিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ-এর অনুপম একটি কাজ 'أعمال القلوب'। শাইখের বইগুলো কুরআন, হাদিস ও সালাফের বাণীর আলোকে লিখিত হয়। এ বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়। শাইখের প্রসিদ্ধ কাজগুলোর মধ্য হতে এটি অন্যতম। মূলত শাইখ অন্তরের আমল নিয়ে একটি ইলমি মজলিসে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সে আলোচনা পরবর্তী সময়ে লিখিত আকারে প্রকাশিত হয়ে আসে। আর আজ সে বইটি বাংলায় অনূদিত হয়ে আপনার হাতে। আল্লাহ তাআলা আমার মতো এক নগণ্য বান্দার মাধ্যমে অনুবাদের কাজটি নিয়েছেন, তা কেবলই তাঁর মেহেরবানি।

এ বইয়ের যা কিছু কল্যাণকর, তা কেবলই আল্লাহর দান। আর যা কিছু অকল্যাণকর, তা শয়তানের প্ররোচনা ও আমাদের ত্রুটি। আল্লাহ বইটি কবুল করুন এবং এ থেকে আমাদের সবাইকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

অন্তরের আমল : ইখলাস / ১৯
অন্তরের আমল : তাওয়াক্কুল / ৮৯
অন্তরের আমল : ভালোবাসা / ১৬৫
অন্তরের আমল : ভয় / ২২৭
অন্তরের আমল : আশা / ৩০১
অন্তরের আমল : তাকওয়া / ৩৬১

ইখলাস

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

সূচিপত্র

অবতরণিকা ২৩
ইখলাস পরিচিতি ২৫
আভিধানিক অর্থ ২৫
পারিভাষিক অর্থ ২৭
ইখলাসের আদেশ ৩০
কুরআনে কারিমে ইখলাসের আদেশ ৩০
সুন্নাতে নববিতে ইখলাসের আদেশ ৩৫
সালাফের কথায় ইখলাসের মাহাত্ম্য ৩৯
ইখলাসের সুফলসমূহ ৪৩
১. ইখলাসের কারণে আমল কবুল হয় ৪৩
২. ইখলাস অবলম্বনে সাধারণ কর্মেও পুণ্য অর্জিত হয় ৪৩
৩. ইখলাস ছোট আমলকে বড় করে বিরাট আমলে পরিণত করে ৪৪
৪. ইখলাস অবলম্বনে গুনাহ মাফ হয় ৪৪
৫. আমল করতে অক্ষম হয়ে গেলেও ইখলাস থাকার ফলে সে আমলের প্রতিদান পাওয়া যায় ৪৬
৬. ইখলাসের কারণে বৈধ ও অভ্যাসগত কর্ম ইবাদতে পরিণত হয় এবং এর দ্বারা উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয় ৪৯
৭. ইখলাস আত্মাকে শয়তান থেকে রক্ষা করে ৫১
৮. ওয়াসওয়াসা ও রিয়া থেকে মুক্ত করে ইখলাস ৫১
৯. ফিতনা থেকে মুক্তির উপায় ইখলাস ৫২
১০. ইখলাস দুঃচিন্তা থেকে মুক্তির মাধ্যম এবং অধিক রিজিক লাভের উপায় ৫২
১১. ইখলাস বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতির মাধ্যম ৫৩
১২. অন্যান্য মানুষ ও তার মধ্যকার বিষয়ে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন ৫৬
১৩. মুখলিস ব্যক্তি হিকমায় সজ্জিত হন ৫৬
১৪. ভুল হলেও মুজতাহিদ ইখলাসের কারণে প্রতিদানপ্রাপ্ত হন ৫৭
১৫. ইখলাসের মধ্যে সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে ৫৭

ইখলাসহীনতার করুণ পরিণতি ৫৭
১. জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া ৫৭
২. জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া ৫৮
৩. আমল কবুল না হওয়া ৬২
৪. আমলের সাওয়াব ও প্রতিদান নষ্ট হওয়া ৬৪
ইখলাস ও সালাফে সালিহিন ৬৫
০১. নিজেদের নফসকে ইখলাসের গুণে গুণান্বিত নয় বলে প্রকাশ করা ৬৬
আমলে গোপনীয়তা অবলম্বন করা ৬৮
০২. পরিবার-পরিজন এমনকি নিজ স্ত্রী থেকেও আমল গোপন করা ৬৮
০৩. জিহাদের ময়দানে গোপনীয়তা অবলম্বন ৬৯
ইখলাসের আরেকটি অনুপম ঘটনা : বেদুইন সাহাবি ও গনিমত ৭১
০৪. কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা থেকে ভয় ৭২
০৫. ইলম প্রকাশ না করা ৭২
০৬. কান্না লুকানো ৭৩
ইখলাসের আরেকটি অনুপম উপাখ্যান : ইমাম মাওয়ারদি রহ. ও তাঁর কিতাব প্রণয়ন ৭৪
আলি বিন হুসাইন রহ. ও রাতের সদকা ৭৫
ইখলাসের আলামত ৭৬
ইখলাসবিষয়ক কতিপয় মাসআলা ৭৭
১. কখন আমল প্রকাশ করা শরিয়তসম্মত? ৭৭
২. রিয়ার ভয়ে আমল ত্যাগ করা কতটুকু শরিয়তসম্মত? ৮০
আমলে রিয়া করা ও শরিক করার মধ্যকার পার্থক্য ৮০
৩. রিয়া থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যা বলা যাবে কি? ৮৩
৪. এমন কিছু আমল আছে, যাকে অনেকেই রিয়া মনে করে, কিন্তু সে সকল আমল মূলত রিয়া নয় ৮৩
পরিশিষ্ট ৮৫
নিজেকে যাচাই করুন ৮৬

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

আল্লাহ তাআলা **'অন্তরের আমল'** নিয়ে একটি ইলমি দাওরাতে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেখানে মোট বারোটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 'মাজমুআতু জাদ'-এর ইলমি বিভাগ আমাকে এ মুবারক কাজে অংশীদার করেছিলেন। আজ সে আলোচনা মুদ্রিত আকারে নিয়ে আসা হচ্ছে আপনাদের সামনে। 'মাজমুআতু জাদ'-এর সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য আমলটি হলো ইখলাস। ইখলাস ইবাদতের মূল ও তার আত্মা। এটি আমল গ্রহণীয় বা বর্জনীয় হওয়ার মাপকাঠি। অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সবার ওপর এর মর্যাদা। অন্তরের অন্যান্য আমলের মূলভিত্তি এটি। ইখলাস সমস্ত নবি ও রাসুল আ.-এর দাওয়াতের চাবিকাঠি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'আর তাদের কেবল এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।'[২৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

أَلَا لِلهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

'জেনে রেখো, একনিষ্ঠ দ্বীনদারি তো আল্লাহরই প্রাপ্য।'[২৬]

২৫. সুরা আল-বাইয়িনা : ৫
২৬. সুরা আজ-জুমার : ৩

আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের আমলসমূহ কবুল করে নেন, আমাদের নিয়তকে খালিস ও একনিষ্ঠ করেন। তিনি যেন আমাদের অন্তরসমূহ সংশোধন করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন এবং তিনি দুআ কবুলকারী।

- মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

ইখলাস পরিচিতি

আভিধানিক অর্থে ইখলাস

ইখলাস শব্দটি أَخلَص ক্রিয়া থেকে উদগত। এ শব্দের مضارع-এর রূপটি হলো يُخْلِص। মাসদার : إخلاصاً। অর্থ : 'সবচেয়ে নিরেট বস্তু।' কোনো কিছু খাঁটি হওয়া ও তার সাথে অন্য কিছুর মিশ্রণ না ঘটার নাম ইখলাস। যেমন আরবিতে বলা হয় : وأخلص الرجل دينه لله অর্থাৎ লোকটি তার দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করল এবং স্বীয় দ্বীনের সাথে অন্য কোনো সত্তাকে অংশীদার করেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

'তাদের মধ্য থেকে আপনার বিশেষ বান্দাগণ ব্যতীত।'[২৭]

الْمُخْلَصِينَ শব্দকে অন্য কিরাআতে الْمُخْلِصِينَ তথা লামের নিচে জের দিয়ে পড়া হয়।

সালাব রহ. বলেন :

'(লাম হরফের নিচে জেরসহ) مُخْلِصِينَ হচ্ছেন সেসব মুমিন, যারা শুধু আল্লাহর জন্যই ইবাদত করে থাকেন। আর [লাম হরফের ওপর জবরসহ] مُخْلَصِينَ হচ্ছেন সেসব মুমিন, যাদেরকে আল্লাহ বিশেষভাবে বাছাই করেছেন।'[২৮]

জাজ্জাজ রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলছেন : وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا "এই কিতাবে মুসার কথা বর্ণনা করুন। তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রাসুল ও নবি।"[২৯] কোনো কোনো

২৭. সুরা আল-হিজর : ৪০
২৮. লিসানুল আরব : ৭/২৬
২৯. সুরা মারইয়াম : ৫১

কিরাআতে مُخْلَصًا -এর পরিবর্তে مخلِصاً [লাম হরফের নিচে জেরসহ] পঠিত হয়। مُخْلَص হলো, আল্লাহ যাকে অপবিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ করে মনোনীত করেছেন। আর مُخْلِص হলো, যে বান্দা বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠরূপে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেছে। তাই তো قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (বলুন, আল্লাহ এক)—আয়াতসংবলিত সুরাকে ইখলাস নামে নামকরণ করা হয়েছে।'[৩০]

ইবনে আসির রহ. সুরা ইখলাসের নামকরণ সম্পর্কে বলেন :

'এ সুরাকে ইখলাস নামে নামকরণের কারণ—সুরাটি আল্লাহ তাআলার গুণাবলি ও পবিত্রতা বর্ণনার দিক থেকে পরিশুদ্ধ। অথবা নামকরণের কারণ হলো, এ সুরা তিলাওয়াতকারী নিজের অন্তরে আল্লাহর একত্ববাদ বিশুদ্ধ করে নেয়।' এ জন্যই 'কালিমাতুল ইখলাস'-এর অপর নাম 'কালিমাতুত তাওহিদ'।[৩১]

ইবনে মানজুর রহ. বলেন :

'কোন কিছু খালিস হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তার মধ্যে থাকা সকল মিশ্রণ পরিষ্কার করে তাকে নির্ভেজাল করা।'[৩২]

ফিরুজাবাদি রহ. বলেন :

'أخلص لله অর্থ, সে আল্লাহর জন্য রিয়া ত্যাগ করেছে।'[৩৩]

জুরজানি রহ. বলেন :

'আভিধানিক অর্থে ইখলাস হলো, ইবাদতে রিয়া বর্জন করা।'[৩৪]

---

৩০. প্রাগুক্ত
৩১. প্রাগুক্ত
৩২. প্রাগুক্ত
৩৩. আল-কামুসুল মুহিত : ৭৯৮
৩৪. আত-তারিফাত : ২৮

পারিভাষিক অর্থে ইখলাস

আলিমগণ বিভিন্নভাবে ইখলাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো :

- ইবনে কাইয়িম রহ. বলেন :

> 'একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করার নাম ইখলাস।'[৩৫]

- জুরজানি রহ. বলেন :

'ইখলাস হলো অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নোংরা মিশ্রণ থেকে তাকে পরিষ্কার করা। মূলকথা হলো, প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রেই ভাবা হয় যে, তার মাঝে কোনো না কোনো কিছু মিশ্রিত আছেই। যখন উক্ত বস্তুকে সে মিশ্রণ থেকে শুদ্ধ করা হয় তখন তাকে খালিস বা পরিশুদ্ধ বস্তু বলা হয়। তাই যে ব্যক্তি কর্মে পরিশুদ্ধ তার কর্মকে ইখলাস বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ

> "উদরের গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে আমি তোমাদের বিশুদ্ধ দুগ্ধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।"[৩৬]

বিশুদ্ধ দুধ তাকেই বলা হয়, যার মাঝে কোনো ধরনের গোবর বা রক্ত মিশ্রিত থাকে না। বরং গোবর ও রক্তের মিশ্রণ থেকে পরিশুদ্ধ করার পরই আসে বিশুদ্ধ দুধ। (অনুরূপভাবে অন্তরের রোগের আঁচড় থেকে অন্তরকে নির্ভেজাল করার নাম হচ্ছে ইখলাস।)'[৩৭]

---

৩৫. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯১
৩৬. সুরা আন-নাহল : ৬৬
৩৭. আত-তারিফাত : ২৮

- কেউ কেউ বলেন :

'ইখলাস হলো পঙ্কিলতা থেকে আমল পরিশুদ্ধ করার নাম।'[৩৮]

- হুজাইফা মারআশি রহ. বলেন :

'একজন মুসলিমের প্রকাশ্য ও গোপন উভয় আমল সমান সমান হওয়ার নাম ইখলাস।'[৩৯]

- কতিপয় আলিম বলেন :

'আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলকে বাদ দিয়ে তুমি তোমার আমলে একমাত্র আল্লাহকেই দর্শক ও সাক্ষী হিসাবে চাইবে, এটাই হলো ইখলাস।'[৪০]

সালাফে সালিহিন ইখলাসের অনেক অর্থই পেশ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো :

- আমলটি একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য হবে। সে আমলে অন্য কারও কোনো অংশ থাকবে না।
- মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ থেকে আমলটি মুক্ত হবে।
- আমলটি প্রত্যেক সম্ভাব্য মিশ্রণ থেকে মুক্ত হবে।[৪১]

সুতরাং مُخْلِص (মুখলিস) হলেন তিনি, যিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করার ক্ষেত্রে অন্তরের শুদ্ধতার অধিকারী হন। এমনকি তার আমল সম্পর্কে মানুষের অন্তরে থাকা সম্মানের প্রতিটি ফোঁটাকেও যদি বের করে ফেলা হয়; তবুও তা তার কাছে কোনো ব্যাপারই মনে হয় না। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষ তার অণু পরিমাণ আমলও জানুক, তিনি তা পছন্দ করেন না।

শরিয়তের বিভিন্ন ভাষ্যে মানুষের বিভিন্ন কথায় ইখলাসের স্থলে নিয়ত শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়।

---

৩৮. প্রাগুক্ত
৩৯. আত-তিবয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন : ১৩
৪০. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯২
৪১. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯১-৯২

নিয়তের সংজ্ঞায় ফকিহগণ বলেন :

'সাধারণ কর্ম থেকে ইবাদতকে পৃথক করা, একটি ইবাদত থেকে অপর ইবাদতকে পৃথক করার নাম নিয়ত।'[৪২]

সাধারণ কর্ম থেকে ইবাদতকে পৃথক করার দৃষ্টান্ত হচ্ছে—যেমন সাধারণ গোসল থেকে জানাবাতের গোসলকে পৃথক করা। একটি ইবাদত থেকে অপর ইবাদতকে পৃথক করার উদাহরণ হচ্ছে—আসরের নামাজকে জোহরের নামাজ থেকে পৃথক করা। (জোহরের নামাজও চার রাকআত, আবার আসরের নামাজও চার রাকআত। এখন কেউ কি জোহর পড়ছে নাকি আসর পড়ছে—তা তার নিয়ত থেকেই জানা যাবে।) নিয়তের মাধ্যমে এভাবে সাধারণ কর্ম থেকে ইবাদতকে, এক ইবাদত থেকে অন্য ইবাদতকে পৃথক করা হয়।

এ সংজ্ঞানুযায়ী নিয়ত আমাদের আলোচনার অংশ নয়। কিন্তু নিয়ত শব্দ দ্বারা যদি আমলের উদ্দেশ্য পৃথককরণ এবং ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নাকি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এতে শরিক থাকার বিষয়টি বোঝানো হয়ে থাকে—তবে এ অর্থ অনুযায়ী নিয়ত ইখলাসের অর্থে অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

জুরজানি রহ. বলেন :

'ইবাদতে ইখলাস ও সত্যতা—উভয়টি প্রায় সম অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুটোর মাঝে সামান্য পার্থক্যও বিদ্যমান আছে। প্রথম পার্থক্যটি হচ্ছে, ইবাদতে সত্যতা মূল এবং এটি প্রথমে আসে। আর ইখলাস হলো তার শাখা ও অনুসারী। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, ইবাদত শুরু করা ব্যতীত ইখলাসের অংশটি আসে না। কিন্তু ইবাদতে সত্যতা ইবাদত আরম্ভ করার পূর্বেই আসে।'[৪৩]

৪২. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১/১১
৪৩. আত-তারিফাত : ২৮

ইখলাসের আদেশ

কুরআনে কারিমে ইখলাসের আদেশ

* ইখলাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমের অনেক জায়গাতেই ইখলাস অবলম্বনের আদেশ করেছেন। আদেশ করেছেন বান্দাদের মুখলিস হতে। এমনই একটি আয়াতে তিনি বলেন :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'তারা তো কেবল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছিল।'[৪৪]

* আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মুখলিস বান্দা হতে নির্দেশ দিয়েছেন, ইখলাসের বৈশিষ্ট্যকে নিজের বৈশিষ্ট্য বানিয়ে নিতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي

'বলুন, আমি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে আল্লাহরই ইবাদত করি।'[৪৫]

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আরও আদেশ করে বলেন :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

'বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ সবই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।'[৪৬]

---

৪৪. সুরা আল-বাইয়িনা : ৫
৪৫. সুরা আজ-জুমার : ১৪
৪৬. সুরা আল-আনআম : ১৬২-১৬৩

* আল্লাহ নিজের সম্পর্কে বলেন যে, তিনি জীবন ও মৃত্যুকে কেবল এটা দেখার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষের মাঝে কে উত্তম আমল করে আর কে উত্তম আমল করে না। ইরশাদ হচ্ছে :

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।'[৪৭]

ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ. উত্তম আমল সম্পর্কে বলেন :

'আমলের মধ্যে যা সবচেয়ে পরিশুদ্ধ ও সর্বাধিক সঠিক, তা-ই হলো উত্তম আমল। কিছু লোক জিজ্ঞেস করল, "হে আবু আলি, সবচেয়ে পরিশুদ্ধ ও সর্বাধিক সঠিক আমল কোনটি?" তিনি বললেন, "যখন আমল পরিশুদ্ধ হয়, কিন্তু তা সঠিক হয় না, সে আমল গ্রহণীয় হয় না। আর যখন সঠিক হয়, কিন্তু পরিশুদ্ধ হয় না, তখনও আমল গ্রহণীয় হয় না। ততক্ষণ পর্যন্ত আমল গ্রহণীয় হয় না, যতক্ষণ না আমল একইসাথে পরিশুদ্ধ ও সঠিক হয়। আর পরিশুদ্ধ আমল হলো, যে আমল একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। আর সঠিক আমল হলো, যে আমল সুন্নাহ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়ে থাকে।"'[৪৮]

ইবনে তাইমিয়া রহ. ফুজাইল রহ.-এর কথাটির সাথে যুক্ত করে বলেন :

ফুজাইল রহ.-এর এ কথা মূলত আল্লাহর বাণী—فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন নেক আমল করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।]-এর মর্মার্থ।'[৪৯]

---

৪৭. সুরা আল-মুলক : ২
৪৮. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১/৩৩৩
৪৯. প্রাগুক্ত

আমির সানআনি রহ. বলেন :

تَقَضَّتْ بِكَ الأَعْمارُ فِي غَيْرِ طَاعَةٍ ... سِوَى عَمَلٍ تَرْضَاهُ وَهْوَ سَرابُ

إِذَا لَم يَكُنْ للهِ فِعلُكَ خَالِصاً ... فَكُلُّ بِنَاءٍ قَدْ بُنِيَتَ خَرابُ

فَلِلْعَمَلِ الإِخْلَاصُ شَرْطٌ إِذَا أَتَى ... وَقَدْ وَافَقَتْهُ سُنَّةٌ وَكِتَابُ

'পুরো জীবন তো তুমি কাটিয়েছ নাফরমানিতে,
করেছ কেবল মনচাহি আমল, কিন্তু সে যে মরীচিকা!
যত দিন তোমার আমল শুধু আল্লাহর জন্য না হবে,
ততদিন তোমার বানানো সকল অট্টালিকা বিনষ্ট হবে।
আমল কবুল হওয়ার জন্য রয়েছে ইখলাসের আবশ্যকতা,
সাথে হতে হবে তা কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে।'

* সবচেয়ে উত্তম দ্বীন পালনকারী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, সে নেক আমল করে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

'আর তার চেয়ে দ্বীনে কে বেশি উত্তম, যে সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে?'[৫০]

إسلام الوجه لله তথা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হচ্ছে, ইখলাস অবলম্বন করা। الإحسان বা সৎকর্মশীল হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণ করা।

* আল্লাহ তাআলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাথে সাথে তাঁর উম্মতকে মুখলিসদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ করে বলেন :

৫০. সুরা আন-নিসা : ১২৫

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

'আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে কেবল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে।'[৫১]

* আর যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সফলকাম হিসেবে উল্লেখ করে বলেন :

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ- ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'কাজেই আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।'[৫২]

* মুখলিস বান্দাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দানের ওয়াদা দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিয়ামত দিবসে তার প্রতি সন্তুষ্ট হবার। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى- الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ - وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ - إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ - وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

'আর তা (জাহান্নাম) থেকে মুক্তি পাবে সেই পরম মুত্তাকি—যে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে তার ধন-সম্পদ দান করে, (তার এ দান) তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে হয় না; বরং তা হয় শুধু আপন প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়। আর সে অচিরেই সন্তুষ্টি লাভ করবে।'[৫৩]

---

৫১. সুরা আল-কাহফ : ২৮
৫২. সুরা আর-রুম : ৩৮
৫৩. সুরা আল-লাইল : ১৭-২১

* আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের যে বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছেন, সে সকল বৈশিষ্ট্যের একটি হলো ইখলাস। জান্নাতিরা দুনিয়াতে ইখলাস অবলম্বন করবে। এ সম্পর্কে মহান রব বলেন :

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

'আর তারা বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমরা তোমাদের আহার্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে না কোনো প্রতিদান চাই, না চাই কোনো কৃতজ্ঞতা।'[৫৪]

* আল্লাহ তাআলা মুখলিস বান্দাদের জন্য আখিরাতের বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করে বলেন :

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

'সাধারণ লোকের অধিকাংশ সলা-পরামর্শে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি দান-খয়রাত অথবা কোনো সৎ কাজ কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করে, তাহলে তার কথা ভিন্ন। যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এমন করে, আমি তাকে বিরাট বিনিময় প্রদান করব।'[৫৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ - وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

৫৪. সুরা আদ-দাহর : ৯
৫৫. সুরা আন-নিসা : ১১৪

'যে আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে দুনিয়ার কিছু দিয়ে দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।'[৫৬]

সুন্নাতে নববিতে ইখলাসের আদেশ

প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইখলাস ও নিয়তে সততা রক্ষার গুরুত্ব আমাদের জানিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন—ইখলাস সকল আমলের অক্ষ। তাই সকল আমলের শুদ্ধতা-পরিশুদ্ধতা ইখলাসের অক্ষেই আবর্তিত হয়। উমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

'নিশ্চয় সকল আমলের শুদ্ধতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে নিয়ত করে।'[৫৭]

হাদিসে নববির মাঝে এ হাদিসটি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান দখল করে রয়েছে। এ হাদিসটি শরিয়তের একটি মৌলিক নীতি ধারণ করে আছে। এর মাঝে কোনো ধরনের পৃথকীকরণ ব্যতীত প্রতিটি ইবাদতই প্রবেশ করেছে। সালাত, সাওম, জিহাদ, হজ, সদকা ইত্যাদি যে ইবাদতের কথা-ই বলি না কেন—সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে শুদ্ধ নিয়ত ও ইখলাস অপরিহার্য।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল এ নীতিটি মানুষের জন্য বর্ণনা করেই দায়িত্ব সমাপ্ত করেননি; বরং তিনি এমন কিছু বিষয়ের অবতারণাও করেছেন, যেগুলোর ক্ষেত্রে নিয়ত পরিশুদ্ধ করা অতীব জরুরি। এ সকল বিষয়ের প্রতি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ আদেশ ও উপদেশ এ সকল বিষয়ের গুরুত্বের কারণেই এসেছে। সে সকল বিষয় হতে বিশেষ কিছু এখানে উল্লেখ করছি :

---

৫৬. সুরা আশ-শুরা : ২০

৫৭. সহিহুল বুখারি: ১, সহিহ মুসলিম : ১৯০৭

- **তাওহিদ :** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَا قَالَ عَبْدٌ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخلصًا إِلَّا فُتحتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّماءِ حَتى تُفْضِي إِلَى العَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ

'বান্দা যখনই একনিষ্ঠ হয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, তখনই তার জন্য আরশ পর্যন্ত আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। এ দরজা ততক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকে, যাবৎ না সে কোনো কবিরা গুনাহ করে।'[৫৮]

- **মসজিদে গমন :** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ : إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ

'কেউ নিজ বাড়িতে বা দোকানে নামাজ পড়ার চেয়ে মসজিদে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করলে তার পঁচিশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। তা এভাবে যে, যখন সে অজু করে, সুন্দর করে অজু করে; এরপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তার এ বের হওয়াটা একমাত্র নামাজের জন্যই হয়। মসজিদে গমনের তার প্রতিটি পদে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ হয়। নামাজ পড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নামাজের স্থানে বসে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য দুআ করতে থাকেন। তারা এ বলে দুআ করেন যে, "হে আল্লাহ, আপনি তার ওপর দয়া করুন, তার ওপর রহম করুন।" এরপর রাসুল

৫৮. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৯০

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ নামাজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে নামাজেই আছে বলে গণ্য হয়।'[৫৯]

- **রোজা :** রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে, সাওয়াব পাওয়ার আশায় রমজানের রোজা রাখে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।'[৬০]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন :

مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَه عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيفاً

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখেন।'[৬১]

- **রাতের নামাজ :** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমজানের নামাজ (তারাবিহ)[৬২] আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেন।'[৬৩]

---

৫৯. সহিহুল বুখারি : ৬৪৭

৬০. সহিহুল বুখারি : ৩৮, সহিহ মুসলিম : ৭৬০

৬১. সহিহুল বুখারি : ২৮৪০, সহিহ মুসলিম : ১১৫৩

৬২. হাদিসের ভাষায় সাধারণত 'রাতের নামাজ' বলতে তাহাজ্জুদ, আর 'রমজানের নামাজ' বলতে তারাবিহ বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে শিরোনামে নিঃশর্ত নফল নামাজ তথা তাহাজ্জুদ বলা হলেও দলিলে আনা হয়েছে তারাবিহসংক্রান্ত হাদিস। এর কারণ হলো, কতক আলিমের মতে রমজানে আলাদা কোনো তাহাজ্জুদের নামাজ নেই; বরং রমজানের বাইরে যেটা তাহাজ্জুদের নামাজ, রমজানে সেটাকেই তারাবিহ বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শিরোনাম চয়ন ও দলিল আনয়নের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। -সম্পাদক

৬৩. সহিহুল বুখারি : ৩৭, সহিহ মুসলিম : ৭৫৯

- **সদকা :** আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

'যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। তারা হলো :

১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।

২. এমন যুবক, যে তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে।

৩. এমন ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে সদা সংযুক্ত থাকে।

৪. এমন দুব্যক্তি, যারা পরস্পরকে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন, তারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একত্রিত হন এবং তারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পৃথক হন।

৫. সে ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত নারী (অপকর্মের প্রতি) আহ্বান করেছিল, তখন সে বলেছিল, "নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি।"

৬. সে দানবির ব্যক্তি, যে গোপনে সদকা করে; এমনকি তার বাম হাতও জানে না যে, তার ডান হাত কী দান করল।

৭. এমন ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর জিকির করে এবং তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়।'[৬৪]

৬৪. সহিহুল বুখারি : ১৪২৩, ১৩৫৭; সহিহ মুসলিম : ১০৩১

- **জিহাদ :** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَنْ غَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَمْ يَنْوِ إِلَّا عِقَالا فَلَهُ مَا نَوَى

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল এবং শুধু উটের রশি পাওয়ার নিয়ত করল; তবে সে তার নিয়ত অনুযায়ী পাবে।'[৬৫]

- **জানাজায় শরিক হওয়া :** নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

من اتَّبَعَ جنازَةَ مُسْلِمٍ إيمَاناً واحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلى عَلَيْهَا، وَيفْرغَ مِنْ دفْنِهَا؛ فَإنه يَرْجِعُ مِن الأجر بقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مثْلُ أُحُدٍ، وَمَن صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رجَعَ قبلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجع بقيراط

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের জানাজাতে স্বীয় ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় উপস্থিত হলো, এরপর জানাজার নামাজ পড়া এবং তার দাফনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সাথে থাকল, সে ব্যক্তি দুই কিরাত প্রতিদান নিয়ে ফিরল। প্রত্যেক কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ। আর যে দাফন করার আগে কেবল জানাজা পড়েই ফিরে আসল, সে এক কিরাত নিয়ে ফিরল।'[৬৬]

সালাফে সালিহিনের কথায় ইখলাসের মাহাত্ম্য

ইখলাস সম্পৃক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহের মাধ্যমে সালাফে সালিহিন ইখলাসের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন। ইখলাসকে তার যথাযথ সম্মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। জানতে পেরেছেন ইখলাসের বিরাট মর্যাদা ও গুরুত্বের কথা। তারা তো নিজেদের কিতাব রচনাকালে ইখলাসের হাদিস দ্বারাই শুরু করতেন। যেমন বুখারি রহ. إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদিস দ্বারা স্বীয় কিতাব শুরু করেছেন।

---

৬৫. সুনানুন নাসায়ি : ৩১৩৮, মুসনাদু আহমাদ : ২২৭৪৪
৬৬. সহিহুল বুখারি : ৪৭

আব্দুর রহমান বিন মাহদি রহ. বলেন :

'আমি যদি কয়েকটি অধ্যায়ের সন্নিবেশে কোনো কিতাব রচনা করতাম, তবে প্রত্যেক অধ্যায়েই উমর বিন খাত্তাব রা.-এর 'আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল' হাদিসটি সংযুক্ত করতাম।'[৬৭]

সালাফের অনেকেই তো বলতেন :

'নিয়তের গুরুত্ব স্বয়ং আমল থেকেও অধিক।'

ইয়াহইয়া বিন আবি কাসির রহ. বলেন :

'তোমরা নিয়ত সম্পর্কে জেনে নাও। কারণ, নিয়ত আমল থেকেও অধিক গুরুত্ববহ।'[৬৮]

আলিমগণ সাধারণ মানুষদের ইখলাস শিক্ষাদানের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করতেন। আবু জামরা রহ. তো এ পর্যন্ত বলেছেন :

'যদি ফকিহদের এমন কেউ হতেন, যার কোনো ব্যস্ততা নেই; তবে আমার কাছে পছন্দনীয় যে, তিনি মানুষকে তাদের আমলের উদ্দেশ্য সঠিক করতে শেখাবেন। ফকিহগণ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, কেবল আমলের নিয়ত শুদ্ধকরণ শেখানোর উদ্দেশ্যে মজলিসে বসবেন।'[৬৯]

কারণ অনেক মানুষই তো আমল করে, কিন্তু তাদের নিয়তের অশুদ্ধতার কারণে তাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

লক্ষণীয় যে, একদিকে আল্লাহ তাআলা ইখলাস অবলম্বনের আদেশ করেছেন। অন্যদিকে যেসব রিয়াকারী তাদের আমলের মাধ্যমে আখিরাতের প্রাপ্তিকে বাদ দিয়ে দুনিয়াপ্রাপ্তির কামনা করে, তাদের তিরস্কার করেছেন। একদিকে জোরালোভাবে ইখলাসের আদেশ দিয়েছেন, অন্যদিকে রিয়া থেকে নিষেধ করেছেন, সতর্ক করেছেন এর মর্মন্তুদ শাস্তি সম্পর্কে। সে

৬৭. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১/৮
৬৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৭০, জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৩
৬৯. আল-মাদখাল : ১/১

শাস্তি সম্পর্কে তিনি বলেন :

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ- أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দিই এবং তাতে তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হলো সেসব লোক, আখিরাতে যাদের জন্য রয়েছে কেবলই আগুন। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই ধ্বংস করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হলো।'[৭০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا

'যে ইহকাল কামনা করে, আমি তাকে যা ইচ্ছা তা নগদ দিয়ে দিই। এরপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। তারা তাতে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।'[৭১]

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

'যে আখিরাতের প্রতিদান কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার প্রতিদান কামনা করে আমি তাকে দুনিয়ার কিছু দিয়ে দিই। কিন্তু আখিরাতে সে হবে কপর্দকহীন।'[৭২]

---

৭০. সুরা হুদ : ১৫-১৬
৭১. সুরা আল-ইসরা : ১৮
৭২. সুরা আশ-শুরা : ২০

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا : وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ لَهُم يَوْمَ القِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ : اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُم تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُم جَزَاءً

'"আমি তোমাদের ওপর সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি, তা হচ্ছে—ছোট শিরক।" সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, ছোট শিরক কী?" উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "রিয়া (মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা)। কিয়ামতের দিন যখন মানুষকে তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে, তখন আল্লাহ তাআলা এ সকল রিয়াকারীকে বলবেন, "যাও তোমরা, সে সকল লোকদের কাছে যাও, যাদের দেখিয়ে তোমরা দুনিয়াতে আমল করেছিলে। তারপর গিয়ে দেখো, তাদের কাছে কোনো প্রতিদান পাও কি না।"'[৭৩]

ইখলাস ও রিয়ার দুটি পথ থেকে একটি বেছে নিন। হয় ইখলাসের পথ বেছে নিন, যেখানে আপনি আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন। অথবা নির্বাচন করবেন রিয়ার পথ, বেছে নেবেন দুনিয়া চাওয়ার পথ। তবে জেনে রাখুন, মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ীই প্রত্যাবর্তিত ও প্রতিদানপ্রাপ্ত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

'মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত হবে।'[৭৪]

দুটি পথ। একটি ইখলাস ও উত্তম প্রতিদানের। অপরটি রিয়া ও মন্দ প্রতিদানের। দুটিই আপনার কাছে এখন পরিষ্কার। এখন আপনি সিদ্ধান্ত

৭৩. মুসনাদু আহমাদ : ২৩৬৮১, শুআইব আরনাউত রহ. এ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
৭৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২২৯

নিন, কোন পথটি আপনার চলার পথ হবে। সবশেষে যদি আপনি রিয়াকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, তবে তো আপনার ধ্বংস অনিবার্য; কিন্তু আপনার এ ধ্বংসের জন্য আপনি নিজেই দায়ী হবেন, অন্য কেউ দায়ী নয়।

ইখলাসের সুফলসমূহ

ইখলাসের রয়েছে অনেক উপকারিতা, রয়েছে বিরাট বিরাট সুফল। বান্দার অন্তরে যখন ইখলাস সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে এ সকল উপকারিতা লাভ করে। ইখলাসের সুফলসমূহ থেকে অন্যতম কিছু সুফল হলো :

১. ইখলাসের কারণে আমল কবুল হয়

যদি কেউ আমলে রিয়া করে, তবে তার আমল কবুল বা গ্রহণের অযোগ্য। পক্ষান্তরে যদি সে আমল করার ক্ষেত্রে ইখলাস অবলম্বন করে, তবেই তার আমল কবুল হয়। আবু উমামা আল-বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِن العَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً، وَابتغِي بِهِ وَجْهُه

'আল্লাহ তাআলা কেবল সে আমলই কবুল করেন, যে আমল একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য করা হয় এবং যা দ্বারা কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির আশা করা হয়।'[৭৫]

২. ইখলাস অবলম্বনে সাধারণ কর্মেও পুণ্য অর্জিত হয়

সারাদিন আমরা কত কিছুই না করি! যখন ইবাদতে মশগুল থাকি, তখন তো আমাদের জন্য নিশ্চিত সাওয়াব রয়েছে—যদি আমরা আমল কবুল হওয়ার দুটি শর্ত বরাবর পূর্ণ করে থাকি। ইবাদত-বন্দেগি ছাড়াও আমাদের সাধারণ অনেক কাজকর্ম থাকে; কিন্তু আমরা কি এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখি?—সাধারণ কর্মের উদ্দেশ্য ভালো হলে এর মাধ্যমেও কিন্তু আমরা পুণ্য অর্জন করতে পারি। সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

---

৭৫. সুনানুন নাসায়ি : ৩১৪০